بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
*Press & Media Office*

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৮ জুন ২০১৯

# যুক্তরাজ্যের মজলিসে শূরায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধানের ভাষণ

## আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ জামা'ত যারা সবসময়, সকল পরিস্থিতিতে খলিফাতুল মসীহের হাতে একতাবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলি - হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৬ জুন ২০১৯, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের জাতীয় মজলিস-এ-শূরায় এক ঈমানোদ্দীপক বক্তৃতা প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান, পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

মজলিস-এ-শূরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠিত মূল পরামর্শসভা যেখানে ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রচার-প্রসারের কাজকে কিভাবে উন্নত ও বেগবান করা যায় সে লক্ষ্যে প্রস্তাবসমূহ আলোচিত হয়ে থাকে।

লন্ডনে বায়তুল ফুতূহ মসজিদে পৌঁছানোর পর সম্মানিত হুযূর দুই দিনের এ সমাবেশের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন। সম্মানিত হুযূর তাকওয়া এবং নিজ হৃদয়ে সর্বদা খোদাভীতি বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সম্মানিত হুযূর আরো বলেন, শুধু মাত্র কারো বাগ্মিতার উপর সফলতা নির্ভর করে না।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

***"একজন ব্যক্তির কথা এবং বক্তৃতা যতই বাগ্মিতাপূর্ণ বা প্রাঞ্জল হোক না কেন, এটি কোনভাবে তার জন্য এ পৃথিবীতে বা পরোকালে সাফল্য বয়ে আনবে না। বরং এই পৃথিবীতে ও পরকালে সাফল্য এবং বিজয়ের চাবিকাঠি হলো 'রাব্বুনাল্লাহ' (আল্লাহ আমাদের রব) দাবি করা -- এবং এই সর্বপ্রধান নীতি অনুসারে জীবন-যাপন করা।"***

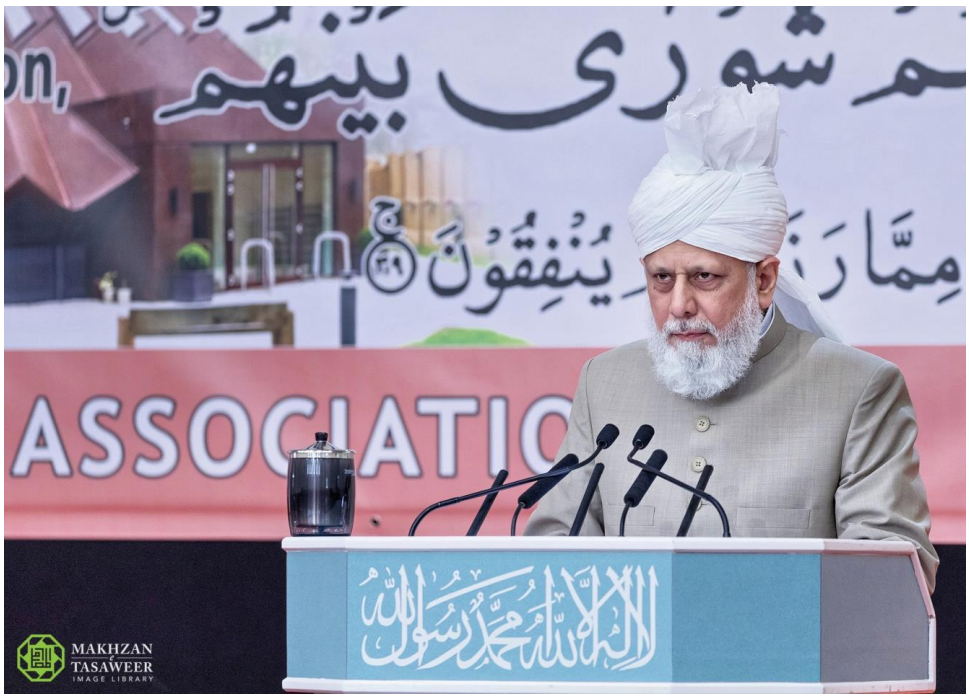


তিনি আরো বলেন, শূরার প্রতিনিধিদের প্রকৃত যোগ্যতা ও মূল্য নির্ভর করে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের উপর এবং ঐশী সাহায্যই হলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সফলতার চাবি।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

***"এমনকি এখনো যখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য সংখ্যা সারা বিশ্বে কোটির উপরে, তা সত্ত্বেও বিশ্বের শুধু মুসলমানদের তুলনায় আমরা খুবই ছোট একটি জামা'ত। এবং সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার নিরিখে আমরা সমুদ্রের এক বিন্দু মাত্র।"***

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এরপর বলেন:

***"সত্য বলতে কি, সম্পূর্ণ বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি কেউ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সংখ্যা কে বিশ্লেষণ করে, তবে আমরা একটি পতঙ্গ বা একটি ধূলিকণার সমানও নই।"***

তথাপি, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এই বাস্তবতা কে পুনর্ব্যক্ত করেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এক অনন্য এবং স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী, কেননা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) কে মানার সৌভাগ্য পেয়েছে এই জামা'ত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

***"একটি বিষয় যা আমাদের স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী করে এবং যা সম্পর্কে আমরা গর্ব করতে পারি তা হলো, আমরা এ যুগের আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি এবং তাঁর ডাক শুনে "আমরা শুনলাম এবং মানলাম" এই বলে সাড়া দিয়ে আমরা তাঁর পবিত্র জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। এটিই আমাদের ভিত্তি। এটিই আমাদের পরিচয়। আর এটিই আমাদের সত্যিকার মূল্য।"***

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) সূরার প্রতিনিধিদের সর্বদা তাকওয়ার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপর মনোনিবিষ্ট থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

সম্মানিত হুযূর বলেন:

***"যদি আমাদেরকে আমাদের অভিজ্ঞতা বা দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, কথা বলার সময় খোদাভীতি যেন আমাদের সমগ্র সত্ত্বায় প্রাধান্য বিস্তার করে। খোদাভীতি যেন আমাদের কথাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাকওয়া (খোদাভীতি) যেন আমাদের হৃদয়ে শাসন করে। তাকওয়া যেন আমাদের পরামর্শ ও কথাকে পরিচালনা করে।"***

সম্মানিত হুযূর শূরার প্রতিনিধিদের খেলাফতের ঐশী নেয়ামতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যার মাধ্যমে জামা'ত এক হাতে একতাবদ্ধ।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

***"এটি নিশ্চিত যে আজকের পৃথিবীতে অন্যরা যদি আমাদের সম্মান করে এবং আমাদের প্রকৃত গুরুত্বকে স্বীকার করে তা শুধু মাত্র এই কারণে যে, তারা দেখে যে আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ জামা'ত যারা সবসময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি, সকল পরিস্থিতিতে আমরা খলীফাতুল মসীহর হাতে ঐক্যবদ্ধ।"***

সেই সাথে তিনি আরো বলেন:

***"তারা এ সত্যকে উপলব্ধি করে যে, আমরাই একমাত্র জামা'ত যারা ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা সারা বিশ্বে প্রচারের আন্তরিক প্রচেষ্টা করছি, যা হলো শান্তি, ভালোবাসা এবং মানবতার শিক্ষা।"***

সম্মানিত হুযূর প্রতিনিধিদের শূরার বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আন্তরিকতা বজায় রাখা এবং ব্যক্তিস্বার্থ পরিহার করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

***"সর্বাবস্থায় আপনাদের সময়, সম্পদ এবং জীবনকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। আর এটা নিশ্চিত করুন যে, আপনাদের কোনো সিদ্ধান্ত বা উদ্দেশ্যের মধ্যে কোথাও কোনো অহমিকা বা ব্যক্তিস্বার্থ যেন ছায়া বিস্তার করে না থাকে। অন্যের প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষা যেন কখনো আপনাদের অনুপ্রাণিত না করে।"***

খোদাভীতি ও পূণ্যের বিষয়ে আলোচনা এগিয়ে নিতে গিয়ে সম্মানিত হুযূর আরো ব্যাখ্যা করেন যে, জামা'তের বার্ষিক বাজেট প্রস্তুতি সহ সব বিষয়ে এগুলো যেন মূলনীতি হিসেবে বিদ্যমান থাকে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এ বিষয়ে প্রতিনিধিদের বলেন,

***"সর্বোপরি, বাজেট তৈরি করার সময় বা খাতে সম্পদের বন্টন করার সময় এটি আবশ্যক যেন খোদাভীতি প্রত্যেকের মানসপটে অগ্রগণ্য থাকে। যদি খোদাভীতির সাথে প্রস্তাব করা হয় এবং তহবিল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফার দিকনির্দেশনা অনুসরে খরচ করা হয় তবে জামা'তের সীমিত উৎসকে আল্লাহ তা'লা অনেক বেশি বরকতে (কল্যাণে) ভূষিত করবেন। আমাদের ইতিহাসে এটিই দেখা যায় এবং আজও এ কথাই সত্য।"***

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বাজেট থেকে যে সকল খাতের সংস্থান করার প্রয়াস নেয়া উচিত হবে, এর বিশদ বর্ণনা করে সম্মানিত হুযূর বলেন:

***"আমাদের যে সীমিত সম্পদ রয়েছে তা ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ শিক্ষাকে মানুষের কাছে উপস্থাপন করার জন্য এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মানকে বৃদ্ধির জন্য, বই প্রকাশনা এবং নতুন মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। দরিদ্র এবং অভাবীদের সাহায্যের জন্য এটি ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এই তহবিল তাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত যারা এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এটি অভাবগ্রস্ত এবং বঞ্চিত মানুষের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এটি বিপর্যস্ত শিশুদের, যেমন এতিমদের, পুষ্টি ও লালন-পালনের জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত।"***

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বিশ্ব জুড়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিভিন্ন প্রকার বিরোধিতারও উল্লেখ করেন, কিন্তু এর পাশাপাশি স্পষ্ট করেন যে, এ সত্ত্বেও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আল্লাহ তা'লার সাহায্যের কারণে প্রতিনিয়ত অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

***"আমাদের বিরোধীরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিভিন্ন মুসলমান দেশে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র চলছে আর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উন্নতিকে ব্যাহত করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু তাদের সকল নিষ্ঠুর ও অন্যায় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তা'লা আমাদের অব্যাহত সাফল্য দিয়ে যাচ্ছেন।"***

সম্মানিত হুযূর তাঁর বক্তৃতায় শূরার প্রতিনিধিদের নৈতিকতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং জামা'তের অপরাপর সদস্যদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার কারণ হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এ দোয়ার মাধ্যমে ২০১৯ সালের মজলিস-এ-শূরায় তাঁর বক্তৃতা সমাপ্ত করেন:

***"আমি আশা করবো এবং আমার দোয়া থাকবে যে, খোদা ভীতি যেন আপনাদের হৃদয়ে গভীর ভাবে গ্রথিত থাকবে আর আপনাদের উপর ন্যস্ত সব দায়িত্ব গুরুত্বের সাথে এবং আত্মনিবেদনের চেতনা নিয়ে হৃদয়ে স্থান দিবেন এবং মজলিস-এ-শূরার সদস্য হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালনের সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'লা আপনাদেরকে সেই তৌফিক দেন করুন। আমীন।"***

সম্মানিত হুযূর এর নেতৃত্বে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।